সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ৭টি পিসি গেম

কম্পিউটার গেম কেবল বিনোদনই নয়, এখন বিশাল এক শিল্পও। এ খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে কোটি কোটি ডলার, ফেরত আসছে তার কয়েক গুণ বেশি। বিশেষ করে তরুণ বয়সী কম্পিউটার ব্যববহারকারীদের এক বিশাল অংশ কম্পিউটার গেম খেলেন। নতুন বছরে (২০১০) সি নিউজ-এর এ সংখ্যার ক্লিক'ন শট বিভাগটি আমরা সাজালাম কম্পিউটার গেমের জগতে যারা তুলনামূলক নবীন, অর্থাৎ সবে গেম খেলা শুরু করেছেন তাদের জন্য। এখানে স্থান পেল জনপ্রিয়তা এবং বিক্রির বিচারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ৭টি পিসি গেমের একটি সংক্ষিপ্ত সচিত্র বিবরণ। প্রতিটি গেম খেলতে আপনার কম্পিউটারে ন্যুনতম হার্ডঅয়্যার/সফটঅয়্যার চাহিদা কী হওয়া উচিত তাও জানানো হল। এর প্রতিটি গেমই আপনি আমাদের দেশের কম্পিউটার বাজারে অনায়াসে খুঁজে পাবেন। আসুন তাহলে, আর সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়া যাক সর্বকালের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় সাতটি পিসি গেমের মোহনীয় স্বপ্নরাজ্যে।

১। দি সিমস

ম্যাক্সিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরি এবং ইলেকট্রনিক আর্টস নামে বিশ্বখ্যাত গেম প্রকাশক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এই গেমটি সর্বকালের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত পিসি গেম। ২০০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রিলিজ হওয়ার মাত্র ৫ বছরের মাথায় গোটা বিশ্বে প্রায় পৌনে দুই কোটি কপি বিক্রি হয়ে যায় 'দি সিমস'-এর। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ গেম-এর ছয়টি এক্সপানশন প্যাক এবং দুটি সিকুয়েল প্রকাশিত হয়েছে। এ গেমের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে 'সিম' নামের ভার্চুয়াল জগতের নাগরিকরা। কিভাবে তারা চলাফেরা করে, খায়, ঘুমায়, পড়ালেখা বা কাজ করে এসব নিয়েই গেমটি। নির্মাতা উইল রাইট-এর ভাষায়, এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল খেলাঘর। গেমাররা নিজেরাই গেমে নিজেদের চরিত্র তৈরি করে নিতে পারে, তবে গেমে তৈরি করে রাখা চরিত্র নিয়েও তারা খেলতে পারে।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে: * উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (লিনাক্স ও ম্যাক-এও খেলা যাবে) * ২৩৩ মেগাহার্টজ প্রসেসর গতি * ৩২ মেগাবাইট র‍্যাম * ৪এক্স সিডি-রম ড্রাইভ * ২ মেগাবাইট ডিরেক্টএক্স সেভেন কমপ্যাটিবল গ্রাফিক্স কার্ড * ডিরেক্টএক্স ৭ কমপ্যাটিবল সাউন্ড কার্ড

২। দি সিমস টু

২০০৪ সালে রিলিজ হয় দি সিমস গেমের এই সিকুয়েলটি। এটিও তৈরি করে ম্যাক্সিস এবং প্রকাশ করে ইলেকট্রনিক আর্টস। উইন্ডোজ এবং ম্যাক-এর জন্য পৃথক ভারসন ছাড়াও পরবর্তীকালে এ গেমটির আটটি এক্সপানশন প্যাক (গেমের সাপি-মেন্ট বা সম্পূরক, যাতে গেমটির নতুন কোনো অস্ত্র, বস্তু, গল্প ইত্যাদি যোগ করা হয়) প্রকাশ করা হয়। নকিয়া মোবাইল ফোনেও এ গেম খেলা যায়। 'দি সিমস টু'-এর গল্প এবং কনসেপ্ট সবই 'দি সিমস'-এর মতই। সিমস তথা ভার্চুয়াল নাগরিকদের জীবনের নিজস্ব লক্ষ্য, চাওয়া পাওয়া, দুঃখ বেদন থাকে, যা পূরণ করলে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পরিণতিই ঘটতে পারে, ঠিক আমদের বাস্তব জীবনের মতই। রিলিজ হওয়ার প্রথম দশ দিনের মধ্যেই এ গেমটির ১০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায়। ২০০৭ সালের জুলাই পর্যন্ত এ গেমটির ১ কোটি ৩০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে

* মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (লিনাক্স ও ম্যাক-এও খেলা যাবে) * ৮০০ মেগাহার্টজ প্রসেসর গতি * ২৫৬ মেগাবাইট র‍্যাম * ৮এক্স সিডি-রম/ডিভিডি ড্রাইভ * ৩.৫ হার্ড ডিস্ক স্পেস *৩২২ মেগাবাইট ডিরেক্টএক্স ৯.০ কমপ্যাটিবল গ্রাফিক্স কার্ড * ডিরেক্টএক্স ৯.০ কমপ্যাটিবল সাউন্ড কার্ড

৩। ওয়ার্ল্ড অব ওয়ারক্রাফট

ওয়ার্ল্ড অব ওয়ারক্রাফট, সংক্ষেপে 'WoW' একটি ম্যাসিভলি মাল্টিপে-য়ার অনলাইন রোল পে-য়িং গেম। ২০০১ সালে এ গেমটি নির্মাণ করে 'বি-জার্ড এন্টারটেইনমেন্ট' নামে একটি সংস্থা। ওয়ারক্রাফট নামে একটি কাল্পনিক জগতেক ভিত্তি করে প্রকাশিত পরপর চারটি গেমের চতুর্থটি হচ্ছে এ গেম। 'আজেরথ' নামে ওয়ারক্রাফট মহাবিশ্বের একটি গ্রহ হচ্ছে এই গেমটির পটভূমি। এ পর্যন্ত গেমটির তিনটি এক্সপানশন প্যাক রিলিজ হয়েছে যেগুলোর নাম যথাক্রমে 'দ্য বার্নিং ক্রুসেড', 'র‍্যাত অব লিচ কিং' এবং 'ক্যাটাক্লিজম'। এ গেম অনলাইনে কেরতে হয় এবং নিয়মিত মাসিক চাঁদা দিয়ে এ গেম খেলেন প্রায় সোয়া এক কোটি গেমার। এখানে গেমাররা প্রত্যেকে একটি করে চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এরপর এই চরিত্রকে দিয়েই যুদ্ধবিগ্রহ, অভিযান, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি পরিচালনা করেন। গেম কার্ড কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ পে-য়িং টাইম কিনে অথবা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে অনলাইনে এ গেম খেলেন গেমাররা।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে

* মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (লিনাক্স ও ম্যাক-এও খেলা যাবে) * ইন্টেল পেন্টিয়াম ফোর বা এএমডি অ্যাথলন * এক্সপি ১৫০০+ প্রসেসর, ১৩০০ মেগাহার্টজ গতিসহ * ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম (ভিস্তার জন্য ১ জিবি) * ৩২ মেগাবাইট থ্রিডি ভিডিও কার্ড * ১৫ গিগাবাইট ফ্রি হার্ড ডিস্ক স্পেস * 4× সিডিরম ড্রাইভ * ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ

৪ । স্টারক্রাফট

বি-জার্ড এন্টারটেইনমেন্টের আরো একটি সফল গেম স্টারক্রাফট । এটি মিলিটারি সায়েন্স ফিকশন রিয়েল ট্রাইম স্ট্যাটেজি গেমের আওতাভুক্ত । ১৯৯৮ সালের ৩১ মার্চ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখের মত কপি বিক্রি হয়েছে এ গেমের । এর তিনটি এক্সপানশন প্যাক মুক্তি পেয়েছে, একটি সিকুয়েল তৈরির পর্যায়ে আছে । ২৬শ শতকের পটভূমিতে নির্মিত এই গেম-এর গল্পটি আবর্তিত হয়েছে মিল্কিওয়ে ছায়াপথের এক সুদূর প্রান্তে তিনটি জাতির মধ্যে মরণপণ লড়াইকে ঘিরে । এরা হচ্ছে পৃথিবী থেকে নির্বাসিত 'টেরানস', কীটপতঙ্গের চেহারাবিশিষ্ট 'জার্গ' এবং অর্ধেক মানব অর্ধেক রোবট এক জাতি - 'প্রোটোস' । অনেক গেম সমালোচকই এটিকে সর্বকালের সেরা গেমের স্বীকৃতি দেন, এ কারণে পরবর্তীতে নির্মিত বেশির ভাগ রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি গেমে এই গেমের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় ।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে: * মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (ম্যাক-এও চলবে) * ১.৪ গিগাহার্টজ প্রসেসর গতি * ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম * ডিরেক্টএক্স কমপ্যাটিবল ১৬ বিটের সাউন্ড কার্ড * ৮০ মেগাবাইট ফ্রি হার্ড ডিস্ক স্পেস * 4x সিডিরম ড্রাইভ * ডিরেক্টড্র সাপোর্টসমৃদ্ধ এসভিজিএ ভিডিও কার্ড (৬৪০ x ৪৮০ রেজল্যুশন, ২৫৬ কালারস)

৫ । হাফ লাইফ

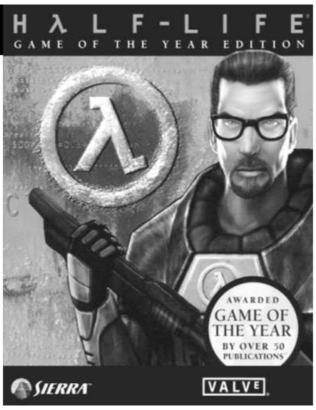

১৯৯৮ সালে এই সায়েন্স ফিকশন ফার্স্ট পারসন শুটার গেমটি তৈরি করে ভালভ সফটঅয়্যার । এ গেমে গেমারদেরকে ড. গর্ডন ফ্রিম্যান নামে একজন থিওরেটিক্যাল ফিজিসিস্ট-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় । ফ্রিম্যানের কাজ হচ্ছে টেলিপোর্টেশন (মানুষ বা বস্তুকে একজায়গা থেকে মুহূর্তের মধ্যে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা) প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছে এমন একটি ভূগর্ভস্থ গোপন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভেতর অভিযান পরিচালনা করা । মুক্তি পাওয়ার পরপরই 'এলাম - দেখলাম - জয় করলাম' স্টাইলে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে হাফ লাইফ, এ পর্যন্ত পুরস্কার জিতেছে ৫০টিরও বেশি । এই গেমে খেলতে গিয়ে গেমারকে নানারকম লড়াই পরিচালনা এবং ধাঁধা সমাধান করতে হয় । গেমটির একটি মজার দিক হচ্ছে, মূল চরিত্র গর্ডন ফ্রিম্যানকে কিন্তু কখনো দেখা যায় না, এবং সে একটা শব্দও উচ্চারণ করে না । তবে গেমার গর্ডনের চোখ দিয়েই গেমটিকে দেখতে পায় । এছাড়া, এই গেমে কোনো লেভেলও নেই, তার পরিবর্তে এটি একাধিক চ্যাপটার বা অধ্যায়ে বিভক্ত ।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে: * মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম * ১১৩ মেগাহার্টজ গতিসমৃদ্ধ পেন্টিয়াম প্রসেসর * ২৪ মেগাবাইট র‌্যাম * এসভিজিএ ভিডিও কার্ড * উইন্ডোজ কমপ্যাটিবল সাউন্ড কার্ড * 2x সিডিরম ড্রাইভ * ৪০০ মেগাবাইট ফ্রি হার্ডডিস্ক স্পেস

৬ । গিল্ড ওয়ারস

এই মাল্টিপে-য়ার অনলাইন রোল পে-য়িং গেমটি তৈরি করেছে এরিয়ানেট, প্রকাশ করেছে এনসিসফট । এ গেমটি কোঅপারেটিভ রোল পে-য়িং কম্পোনেন্ট এবং পে-য়ার ভারসাস পে-য়ার (পিভিপি) এই দুটো মোডে খেলা যায় । দুটো মোডই হোস্ট করা হয় এরিয়া নেট-এর নিজস্ব সার্ভারে । ২০০৫ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে গেমটির তিনটি এপিসোড এবং একটি এক্সপানশন প্যাক প্রকাশ করা হয়েছে । টাইরিয়া নামে কল্পকাহিনীর এক দুনিয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে এই গেমে । খেলোয়াড়রা গেমটির কোঅপারেটিভ স্টোরিলাইন ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের পছন্দমত অবতার তৈরি করেন, এই অবতার তথা নায়কের কাজ একটাই - নানারকম শত্রুর হাত থেকে টাইরিয়াকে রক্ষা করা ।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে

* মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ভিস্তা, এক্সপি/২০০০ * ৪.২.০ গিগাহার্টজ গতিসমৃদ্ধ ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪ ২.০ বা সমমান প্রসেসর * ১ গিগাবাইট র‌্যাম * ডিভিডি-রম ড্রাইভ * এটিআই রেডিয়ন ৯৬০০ বা এনভিডিয়া জিফোর্স এফএক্স ৫৭০০ সিরিজের ভিডিও কার্ড * ১৬ বিটের সাউন্ড কার্ড * ইন্টারনেট সংযোগ * ডিরেক্টএক্স ৯

৭ । মিস্ট

রবিন এবং র‌্যান্ড মিলার নামে দুই ভাইয়ের ডিজাইন করা এই গেম নির্মাণ করেছে সায়ান ওয়ার্ল্ড নামে একটি গেম ডেভেলপার কোম্পানি । ১৯৯৩ সালে গেমটি মুক্তি পায়, প্রথমে অ্যাপল ম্যাক এবং পরে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য । মিস্ট গেমে গেমাররা অবতীর্ণ হয় স্ট্রেঞ্জার-এর ভূমিকায়, যে মিস্ট নামে একটি দ্বীপে ভ্রমণের প্রয়োজনে বিশেষ এক বই ব্যবহার করে । মিস্ট দ্বীপে পৌছে অট্রাস নামে এক অভিযাত্রীর লেখা কয়েকটি বিশেষ বই ব্যবহার করে সে মিস্ট-এর রহস্যময় সব ভুবনে সফর করে । এসব ভুবন 'এজেস' নামে পরিচিত । প্রতিটি ভুবনে পাওয়া সূত্রাবলী গেমের গল্প এবং অন্যান্য চরিত্রদের প্রকাশ করায় ভূমিকা রাখে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে গেমারের নেয়া পদক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে গেমটির কয়েক ধরনের পরিণতি হতে পারে । মুক্তির পরপরই মিস্ট ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে । ২০০২ সালে দি সিম-এর কাছে শীর্ষস্থান হারানোর আগ পর্যন্ত এটিই ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গেম ।

গেমটি খেলতে ন্যুনতম যা প্রয়োজন হবে: * মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম * ৮০০ মেগাহার্টজ গতিসমৃদ্ধ পেন্টিয়াম থ্রি বা এএমডি অ্যাথলন বা সমমান প্রসেসর * ২৫৬ মেগাবাইট র‌্যাম * ৩২ মেগাবাইট ভিডিও মেমোরি * ৪৫০০ মেগাবাইট ফ্রি হার্ডডিস্ক স্পেস * ৮০০ x ৬০০ ৩২ বিট ডিসপে-, এনভডিয়া জিফোর্স ২৫৬ এটিআই রেডিয়ন ৭০০০ ।